দৈনিক বাংলা ৩৩

তারিখ ... 19.11.80 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 7 ...

শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান চাই

আমার ছেলে দ্বাদশ শ্রেণীতে ঢাকার একটি নামকরা সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলো বলে অনেক আশা ভরসা করে তাকে ঢাকার একটি সরকারী কলেজে ভর্তি করি। আশা ছিলো যে ভালো কলেজে পড়লে সে ভালো ফল করবে এবং মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ পাবে। আমার অবস্থা সচ্ছল নয়, তথাপি আমার উপার্জনের একটা বিরাট অংশ আমার ছেলের পড়ার পেছনে আমি ব্যয় করি। উদ্দেশ্য, ছেলে আমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। ওকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আজ আমি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছি। দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক ধর্মঘট চলার ফলে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠার পর মাত্র কয়েকদিন ক্লাস হয়েছিলো। তারপর চলছে ধর্মঘট, একাদশ শ্রেণীতে থাকাকালেও সরকারী কলেজ শিক্ষকদের দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধর্মঘট হয়েছিলো। এই দুইবার শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে আমার ছেলের মতো দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কোন কলেজে পড়াশোনা হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও খুবই নিকটবর্তী। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হয়েছে। বোর্ড ৩১শে জানুয়ারী ফরম পূরণের শেষ তারিখ নির্ধারণ করেছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা হলো না, টেস্ট পরীক্ষা হলো না, অথচ তাকে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে, এমন অবস্থায় তাদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ ভালো ফল আশা করতে পারে?

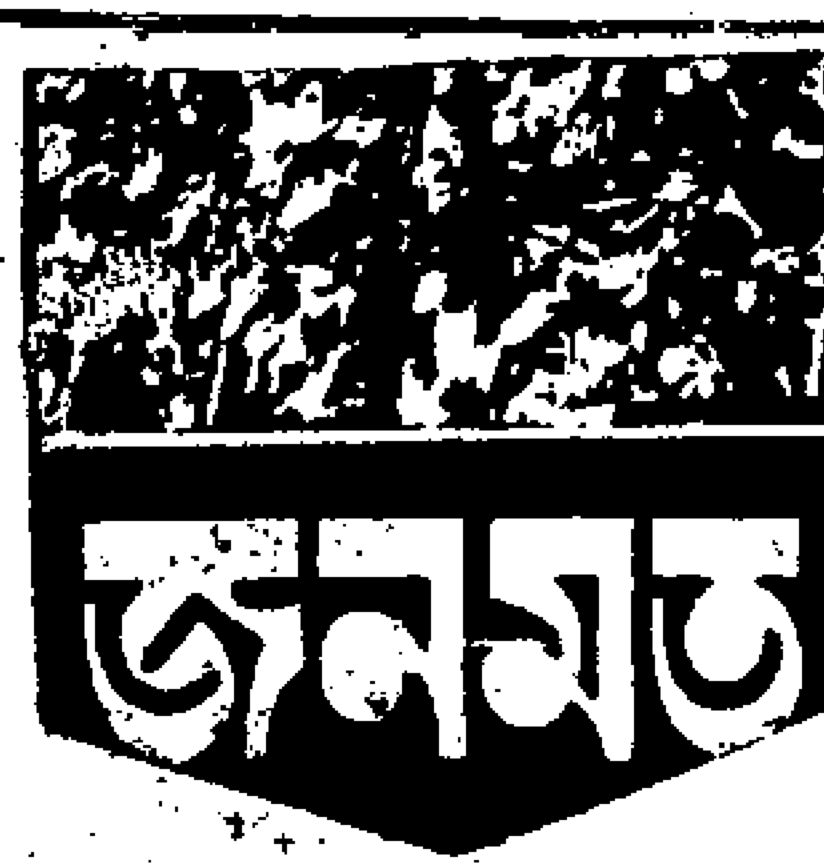

সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য দুই মাস-ধরে ধর্মঘটে গেলেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত নাকি তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। সরকারও নিশ্চুপ রয়েছেন। সরকার এক প্রেস নোটের মাধ্যমে শিক্ষকদের ধর্মঘটে যাওয়ার কোন সংগত কারণ নেই বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শিক্ষকদের ধর্মঘটে যাওয়ার সংগত কারণ আছে কি নেই সে আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার বক্তব্য হলো: সরকারী কলেজের শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।

দেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকারকে তৎপর হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিবেকবান শিক্ষকবৃন্দকেও আজ এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। আর এই সত্য উপলব্ধি করে শিক্ষকবৃন্দকে তাদের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিরোধ করতে সচেষ্ট হতে হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অনতিবিলম্বে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান হওয়া উচিত।

(এস দোহা),
মতলব, কুমিল্লা।